বিল নং .....,২০১৭

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের আবাহবন্ধন, বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকারসহ কতিপয় বিষয়ে প্রচলিত রীতি নীতি ও প্রথা সুসংহতকরণের লক্ষে আনীত

বিল

যেহেতু বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের আবাহবন্ধন, বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকারসহ কতিপয় বিষয়ে প্রচলিত রীতি নীতি ও প্রথা সুসংহতকরণের লক্ষে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ও প্রয়োগ।** (১) এই আইন বৌদ্ধ পারিবারিক (আবাহবন্ধন, বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার, ইত্যাদি) আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী যাহারা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী কোন গোত্র বা গোষ্ঠীর নিজস্ব পারিবারিক আইন বিদ্যমান থাকিলে তাহাদের জন্য এই আইন ঐচ্ছিক হইবে।

২। **সংজ্ঞা।** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) ''আবাহবন্ধন'' অর্থ সমাজ প্রচলিত ধারায় নর-নারীর স্বামী-স্ত্রী রূপে পারস্পরিক মেলবন্ধনের দ্যোতক বা বিবাহ;

(খ) ''বৌদ্ধ'' অর্থ বংশপরম্পরায় বৌদ্ধ ধর্মানুসারী পরিবারে জাত-লালিত-পালিত-বর্দ্ধিত নর-নারী এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নর-নারীর বৈধ কিংবা অবৈধ সন্তান (নর-নারী)কে এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পরিবারে আশৈশব বৌদ্ধধর্মানুসারে প্রতিপালিত যে কোন মানব সন্তান (নর-নারী);

(গ) ''সমান পিতৃ-মাতৃক রক্ত'' এবং ''বৈমাত্রেয় রক্ত'' অর্থ যে সন্তানগণ একই পিতার ঔরষে ও একই মাতার গর্ভে জাত তাহারা পরস্পর 'সমান পিতৃ-মাতৃক রক্ত' এবং যে সন্তানগণ একই পিতার ঔরষে কিন্তু ভিন্ন মাতার গর্ভে জাত তাহারা পরস্পর 'বৈমাত্রেয় রক্ত';

(ঘ) ''বৈপিত্রেয় রক্ত'' অর্থ যে সন্তানগণ একই মাতার গর্ভে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পিতার ঔরষে জাত তাহারা পরস্পর 'বৈপিত্রেয় রক্ত';

(ঙ) ''সম বংশোদ্ভুত কিংবা সমজ্ঞাতিভূক্ত'' অর্থ নর-নারী উভয়ের পিতৃকূলে উর্ধ্ব দিকে পাঁচ পুরুষ এবং মাতৃকূলে উর্ধ্বদিকে তিন পুরুষ; এ পাঁচ পুরুষ ও তিন পুরুষ গণনা করার সময় নর/নারী ইহাতে অন্তর্ভূক্ত থাকে অর্থাৎ ঐ নর/নারীকে বাদ দিলে যথাক্রমে উর্ধ্ব দিকে চার পুরুষ ও নিম্নদিকে দু' পুরুষ;

(চ) ''সন্তান'' অর্থ পুত্র এবং কন্যা;

(ছ) ''নিষিদ্ধ স্তর'' অর্থ যদি একে অপরের বংশধারায় উর্দ্ধ পুরুষ স্তরের হয়; অথবা যদি একে

অপরের বংশধারায় উর্দ্ধ দিকে অথবা নিম্নদিকে কারো স্বামী কিংবা স্ত্রী ছিল এমন হয়; অথবা যদি একে অপরের ভ্রাতার অথবা পিতৃ-ভ্রাতার অথবা মাতৃ-ভ্রাতার অথবা পিতামহের অথবা পিতামহীর অথবা মাতামহের অথবা মাতামহীর ভ্রাতার স্ত্রী কিংবা প্রাগোক্তদের ভগ্নীর স্বামী ছিল এমন হয়; অথবা যদি পরস্পর ভাই-বোন (বৈমাতৃক/বৈপিতৃক ও অন্তর্ভূক্ত) কাকা-জেঠা-ভাইঝি, মামা-ভাগ্নী, মামী-ভাগ্নে (স্বামীর বোনের ছেলে), মাসী-বোনপো, পিসী-ভাইপো সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়;

(জ) ''অধোদিক বা অবরোহণ ধাপের জ্ঞাতিগণ'' অর্থ যাহারা মূলধনীর সংগে সম্পর্কিত কিন্তু কোন আরোহণ ধাপের বিচারে নয়। যেমন, পুত্রের কন্যার পুত্রের পুত্র এবং কন্যার পুত্রের পুত্রের পুত্র;

(ঝ) ''উর্দ্ধদিক বা আরোহণ ধাপের জ্ঞাতিগণ'' অর্থ যাহারা মূলধনীর সংগে সম্পর্কিত কেবল আরোহণ ধাপের দিক হইতে এবং অবরোহণ ধাপের দিক হইতে নয়। যেমন, পিতার মাতার পিতা এবং মাতার পিতার পিতা;

(ঞ) ''সমান জ্ঞাতিবংশোদ্ভূত জ্ঞাতি'' অর্থ যাহারা মূলধনীর সংগে আরোহণ ধাপ ও অবরোহণ ধাপ উভয় দিক হইতে সম্পর্কিত। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, উপরে যে উদাহরণ গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে তবে কেহ তফসিল এর প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী পর্যায়ভূক্ত নয়। যেমন, পিতার ভগ্নীর পুত্র এবং মাতার ভ্রাতার পুত্র;

(ট) ''নির্ভরশীলএবং ভরণ-পোষণের অধিকারী'' বলিতে মূলধনীর সংগে সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের বোঝাইবে ঃ

(১) পিতা,

(২) মাতা,

(৩) বিধবা (যদ্দিন না সে অন্য পুরুষের সংগে পুনঃ আবহবন্ধনে আবদ্ধ হয়);

(৪) পুত্র অথবা পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র অথবা পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র (যদ্দিন পর্যন্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকে)। এখানে শর্ত থাকে যে –

(ক) পৌত্রের অধিকার বর্তাবে যদি সে তাহার পিতার অথবা মাতার ভূসম্পত্তির অথবা অন্য কোনরূপ সম্পদের আয় হইতে ভরণ-পোষণে অক্ষম হয়,

(খ) প্রপৌত্রের অধিকার বর্তাবে যদি তাহার পিতার অথবা মাতার অথবা পিতামহের অথবা পিতামহীর কোনরূপ ত্যাজ্যবিত্ত হইতে ভরণ-পোষণে অক্ষম হয়;

(৫) অবিবাহিতা কন্যা অথবা পূর্বমৃত পুত্রের অবিবাহিতা কন্যা অথবা পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের অবিবাহিতা কন্যা (বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত)। এখানে শর্ত থাকে যে–

(ক) পৌত্রীর অধিকার থাকিবে যদি তাহার পিতার অথবা মাতার কোনরূপ সম্পত্তি হইতে তিনি ভরণ-পোষণ লাভে অক্ষম হয়,

(খ) প্রপৌত্রীর অধিকার থাকিবে যদি তাহার পিতার অথবা মাতার অথবা পিতামহের অথবা পিতামহীর কোনরূপ সম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণ লাভে অক্ষম হয়;

(৬) বিধবা কন্যা, যদি তিনি–

(ক) তাহার স্বামীর ত্যাজ্যবিত্ত হইতে ভরণ-পোষণ লাভে অক্ষম হন, অথবা

(খ) তাহার পুত্রের অথবা কন্যার, যদি থাকে, কাছ হইতে অথবা তাহাদের অবর্তমানে তাহাদের ত্যাজ্যবিত্ত হইতে ভরণ-পোষণ লাভে অক্ষম হয়, অথবা

(গ) তাহার শ্বশুর/শ্বাশুড়ীর অথবা শ্বশুরের পিতার কাছ হইতে অথবা তাহাদের যে কোন একজনের ত্যাজ্যবিত্ত হইতে ভরণ-পোষণ লাভে অক্ষম হয়;

(৭) পুত্রের বিধবা অথবা পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা অথবা পূর্বমৃত পুত্রের পুত্রের বিধবা যদ্দিন পুনঃ আবহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়, এ শর্তে যে, যদি তিনি তাহার স্বামীর ত্যাজ্যবিত্ত হইতে অথবা তাহার পুত্রের অথবা কন্যার কাছ হইতে অথবা তাহাদের অবর্তমানে তাহাদের ত্যাজ্যবিত্ত হইতে কোনরূপ ভরণ-পোষণ লাভে অক্ষম হয়; এবং পৌত্রের বিধবা যদি তাহার শ্বশুর/শ্বাশুড়ীর ত্যাজ্যবিত্ত হইতেও কোনরূপ ভরণ-পোষণ লাভে অক্ষম হয়;

(৮) অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবৈধ পুত্র;

(৯) অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা বা অবিবাহিতা অবৈধ কন্যা (বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত);

(ঠ) ''অপ্রাপ্ত বয়স্ক'' অর্থ যে কোন পুরুষ অথবা নারী যাহার বয়স আঠার বছর পূর্ণ হয়নি;

(ড) ''অভিভাবক'' অর্থ যে ব্যক্তি (পুরুষ কিংবা নারী) কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ অথবা নারীর অথবা তাহার সম্পত্তির অথবা দেহাবয়ব ও সম্পত্তি দুয়েরই কল্যাণকামী রূপে শাসন সংরক্ষণ করেন;

(ঢ) ''স্বাভাবিক অভিভাবক'' অর্থ অপ্রাপ্ত বয়স্কের পিতার এবং/ অথবা মাতার সম্পাদিত দলিল দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি; উপযুক্ত আদালত কর্তৃক ঘোষিত অথবা নিয়োগকৃত ব্যক্তি; বা 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস' প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(ণ) ''আদালত'' অর্থ মহানগর দেওয়ানী আদালত অথবা জেলা দেওয়ানী আদালত অথবা "গার্ডিয়ান এন্ড ওয়ার্ডস্ এ্যাক্ট ১৮৯০ (এক্ট ৮ অব ১৮৯০) এর ৪ (ক) ধারা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এখতিয়ার সম্পন্ন যে কোন দেওয়ানী আদালত।

৩। **আইনের প্রাধান্য।** বিদ্যমান অন্য কোন আইন, প্রথা (custom) ও রীতি নীতি (usage) ইত্যাদিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আবাহ বন্ধন

৪। **আবাহ বন্ধন।** বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী, প্রত্যেক নর নারী, আবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবেন, যদি

(ক) আবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কালে নরের পূর্ববিবাহিত স্ত্রী এবং নারীর পূর্ববিবাহিত স্বামী বর্তমান না থাকে;

(খ) আবাহবন্ধন কালীন কোন পক্ষ (নর-নারী) সাধারণ কান্ডজ্ঞান বিবর্জিত কিংবা মস্তিষ্ক বিকৃত কিংবা দৈহিক মানসিক সুস্থতা বিবর্জিত না হয়;

(গ) আবাহবন্ধন কালীন নরের বা পাত্রের বয়স একুশ বছরের এবং নারীর বা পাত্রীর বয়স আঠার বছরের কম না হয় এবং যদি বর-কনে উভয়ের নিঃশর্ত সম্মতি থাকে;

(ঘ) আবাহবন্ধনে ইচ্ছুক নর-নারী পরস্পর রক্ত সম্পর্কের ও কূল সম্পর্কের ধারায় নিষিদ্ধ স্তরে না পড়ে;

(ঙ) আবাহবন্ধনে ইচ্ছুক নর-নারী পরস্পর সম বংশোদ্ভূত কিংবা জ্ঞাতিভূক্ত না হয়।

৫। **বর কনে ভিন্ন আবাহ বন্ধনে সম্মতি দানের ক্ষমতা।** বর কনে ভিন্ন আবহ বন্ধনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ অনুক্রমিকভাবে সম্মতি দান করিতে পারিবেন, যথাঃ

(ক) পিতা;

(খ) মাতা;

(গ) জ্যেঠা;

(ঘ) কাকা;

(ঙ) বড় ভাই;

(চ) পিতামহ;

(ছ) পিতামহী;

(জ) পিসী;

(ঝ) মাতামহ;

(ঞ) মাতামহী;

(ট) মামা;

(ঠ) মাসী;

(ড) প্রতিপালক;

(ঢ) জ্যেঠিমা;

(ণ) কাকীমা;

(ত) বড় বোন।

৬। **আবাহ বন্ধনে পালনীয় অনুষ্ঠানাদি।**

(১) বর কনে উভয় পক্ষের আত্মীয় পরিজন ও আমন্ত্রিত অতিথি সমাগমে আবাহ আসরে বর-কনের মঙ্গল কামনার্থে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত মাননীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রথমে সমবেত সকলকে 'পঞ্চশীল' এ প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং অতঃপর 'মঙ্গল সূত্র' দেশনা করিবেন।

(২) দেশনা শেষে বর-কনের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণার্থে বৌদ্ধশাস্ত্রানুগ বিধি অনুসারে হিতোপদেশ ও আশীর্বাদ প্রদান করিবেন।

(৩) অত:পর বর কনে উভয় পক্ষের আত্মীয় পরিজন ও আমন্ত্রিত অতিথি সমাগমে আবাহ-আসরে বর-কনের মঙ্গল কামনার্থে গৃহী মন্ত্রদাতার মাধ্যমে সামাজিকভাবে আবাহ বন্ধন অনুষ্ঠান পরিচালিত হইবে।

(৪) বর ও কনে পক্ষের সম্মতিতে প্রয়োজনবোধে আবাহ আসরের নিকটবর্তী বৌদ্ধ বিহারে বরণ্ডকনের মঙ্গল কামনার্থে বিহারের মাননীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু সকলকে 'পঞ্চশীল' এবং অতঃপর 'মঙ্গল সূত্র' দেশনা করিবেন। দেশনা শেষে বৌদ্ধ ভিক্ষু বর-কনের ঐহিক-পারত্রিক কল্যাণার্থে বৌদ্ধশাস্ত্রানুগ বিধি অনুসারে হিতোপদেশ ও আশীর্বাদ প্রদান করিবেন।

৭। **আবাহ বন্ধনের নিবন্ধন।** (১) অন্য কোন আইন, প্রথা (custom) ও রীতিনীতি (usage) ইত্যাদিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুসারে প্রতিটি আবাহ, নির্ধারিত ফি প্রদান, নির্ধারিত ফরম পূরণ এবং নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক, নিবন্ধন করিতে হইবে।

(২) বৌদ্ধ আবাহবন্ধন প্রমানপত্র : আবাহবন্ধনের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানিকতা শেষ করিবার পর বর কনে বা তাহাদের পক্ষে আত্মীয়/অভিবাবক বৌদ্ধ আবাহবন্ধন প্রমানপত্র শীর্ষক একটি ফরম-এর ৫ কপি পূরণ করিবেন। উক্ত নিদ্দিষ্ট ফরম বাংলাদেশের প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষিত থাকিবে। এই ফরম ছাপানো, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ বিহার পরিচালনা কমিটি সম্পন্ন করিবে। ইহার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ফরমের মূল্য নির্ধারিত থাকিবে। যথাযথভাবে পূরণকৃত, স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত "প্রমানপত্র" এর ১ কপি স্বামী, ১ কপি স্ত্রী, ১ কপি স্বামীর পিতৃকূলের বিহারধ্যক্ষের নিকট, ১ কপি স্ত্রীর পিতৃকূলের বিহারাধ্যক্ষের নিকট এবং ১ কপি বিবাহ কার্য সম্পাদিত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন অফিসে সংশ্লিষ্ট বিবাহ নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত /রেজিস্ট্রেশন হইবে। এই প্রমান পত্রের অনুলিপি আবাহ বন্ধন অনুষ্ঠানে মঙ্গলসূত্র দেশক ভিক্ষু, মন্ত্রদাতা গৃহী, বর কনের নিজ নিজ এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিতে হইবে। বর ও

নে পক্ষের লোকজন এই কাজটি সম্পাদন করিবে। এই প্রমান পত্রের সহি মোহর যুক্ত নকল নির্ধারিত মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পসহ ফি প্রদানপূর্বক বিহারধ্যক্ষ হইতে গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ফি, ফরম এবং পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

৮। **আবাহ বন্ধন বাতিল।** (১) ধারা ৪ এ বর্ণিত ক্রমিক (ক), (ঘ) ও (ঙ) যথাযথভাবে প্রতিপালন না করিয়া কোন আবাহ বন্ধন সংঘটিত হইলে, স্বামী বা স্ত্রী যে কেহ, পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের পূর্বক উক্ত আবাহ বন্ধন বাতিল ঘোষণার জন্য রায় বা ডিক্রী লাভ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) সত্ত্বেও নিম্নবর্ণিত কারণে কোন আবাহ বন্ধন বাতিলযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে, যথা ঃ

(ক) স্বামীর পুরষত্বহীনতার কারণে বা স্ত্রীর যৌন শীথিলতার কারণে পরস্পরের মধ্যে দাম্পত্য যৌন মিলন সম্ভব না হইলে; অথবা

(খ) আবাহ বন্ধনে ৪ ধারার উপধারা (খ) লঙ্ঘিত হইলে; অথবা

(গ) আবাহ বন্ধনপূর্ব সময়ে স্ত্রী পর পুরুষের সঙ্গে যৌন সংগমজনিত কারণে গর্ভবতী হইলে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর (গ) এ বর্ণিত কারণে দায়েরকৃত মামলা বিজ্ঞ আদালত গ্রহণ করিবেন যদি আদালত সন্তুষ্ট হন যে

(ক) বাদী, মামলার আরজিতে বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে আবাহ বন্ধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়া কালীন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল; এবং

(খ) বাদী, মামলার আরজিতে বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার অব্যবহিত পরক্ষণে তাহা স্ত্রীকে অবহিত করেন এবং তাহার সঙ্গে স্ত্রীরূপে যৌন মিলনে বিরত থাকেন।

৯। **আবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ।** (১) স্বামী বা স্ত্রী যেকোন পক্ষ আবাহ বন্ধন বিচ্ছেদের রায় অথবা স্বতন্ত্রভাবে বসবাসের জন্য ডিক্রী আদায়ের উদ্দেশ্যে পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে, যদি

(ক) আবাহ বন্ধনের পরে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে স্বামী স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন নারীর সঙ্গে এবং স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়; বা

(খ) মামলা দায়েরের তারিখ হইতে বিবাদী নিরবচ্ছিন্নভাবে ঠিক দুই বছর পূর্ব হইতে ইচ্ছাপূর্বকভাবে বাদীকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখে; বা

(গ) বিবাদী বৌদ্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করেন; অথবা

(ঘ) বিবাদী নিরবচ্ছিন্নভাবে অনারোগ্য মানসিক বিকারগ্রস্ত হন; অথবা

(ঙ) অবিরামভাবে কিংবা সবিরামভাবে এমন মানসিক বিশৃংখলায় ভুগিতে থাকেন যে, বাদী যুক্তিসংগত কারণে বিবাদীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে পারিতেছেন না; অথবা

(চ) বিবাদী নিরবচ্ছিন্নভাবে সংক্রামক যৌনব্যাধিগ্রস্ত হয়; অথবা

(ছ) বিবাদী সংসার জীবন পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু/ভিক্ষুনী সংঘের বা অন্য কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন; অথবা

(জ) বিবাদী নিরবচ্ছিন্নভাবে তিন বছর কিংবা উহার অধিককাল যাবৎ নিখোজ থাকেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা হইলে আদালত যদি এইমর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবাহ বন্ধন বিচ্ছেদের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইলে আদালত আবাহ বন্ধন বিচ্ছেদের রায় প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী আদালত কোন রায় প্রদান করিলে এবং উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে কোন পক্ষ আদালতে আরজি দায়ের করেন এবং উক্ত আরজিতে যদি ইতিপূর্বে প্রদত্ত রায়টি রহিত করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে তাহা হইলে আদালত উক্ত রায় রহিত করিতে পারিবেন।

(৪) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আবাহ বন্ধন বিচ্ছেদের মামলা দায়েরের তারিখ যদি দম্পতির দাম্পত্য জীবন ন্যূনতম পক্ষে এক বছর অতিক্রান্ত না হয়, তাহা হইলে কোন আদালত আবাহ বন্ধন বিচ্ছেদের কোন মামলা গ্রহণ করিবে না।

১০। **দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধার**। (১) স্বামী কিংবা স্ত্রী যদি কোন যৌক্তিক অজুহাত বা কারণ ব্যতীত স্বামী স্ত্রীর কিংবা স্ত্রী স্বামীর দাম্পত্য সম্পর্ক হইতে বিরত থাকে বা নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া নেয়, তবে সংক্ষুব্ধ পক্ষ দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধারের জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

(২) আদালত মামলার আরজিতে বর্ণিত বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে এবং বাদীর আবেদন মঞ্জুর না করিবার মত আইনগত কোন যথাযথ কারণ দেখিতে না পাইলে বাদীর আরজী মঞ্জুর করতঃ রায়/ডিক্রী দিতে পারিবেন।

১১। **স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ**। (১) ধারা ৯ এর বিধান সত্ত্বেও স্বামী ও স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতিক্রমে পারিবারিক আদালতে আবাহ বন্ধন বিচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবেন, যদি

(ক) মামলা দায়েরের তারিখ হইতে এক বছর বা ততোধিক কাল পূর্ব হইতে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পৃথকভাবে বসবাস করেন; অথবা

(খ) স্বামী বা স্ত্রীর পরস্পরের একত্রে বসবাস অসম্ভব হয়; অথবা

(গ) আবাহ বন্ধনের বিচ্ছেদ ঘটানো একান্তই আবশ্যক এই বিষয়ে পরস্পর ঐকমত্যে উপনীত হইলে।

(২) স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আবাহ বন্ধন বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করিলে আদালত উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ছয় মাস পর এবং এক বছর ছয় মাসের মধ্যে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ পূর্বক আবহ বন্ধন বিচ্ছেদের রায় বা ডিক্রী ঘোষণা করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত রায় প্রদানের পূর্বে আদালত প্রয়োজনে দায়েরকৃত মামলার বিষয়ে অনুসন্ধানের আদেশ দিতে পারিবেন।

১২। **আবাহ বন্ধন বিচ্ছেদের পর পুনঃ আবাহ বন্ধন**। আদালত কর্তৃক আবাহ বন্ধন বিচ্ছেদের রায় বা ডিক্রী ঘোষণার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি বাদী বা বিবাদী কোন পক্ষ আপীল দায়ের না করেন অথবা যথাযথ সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের করা হইলেও তাহা যদি খারিজ হইয়া যায়, তাহা হইলে আবাহ বন্ধন বিচ্ছেদপ্রাপ্ত পুরুষ অন্য কোন নারীর সঙ্গে এবং নারী অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে পুনর্বার আবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবেন।

১৩। **বিধবার আবাহ বন্ধন**। কোন স্ত্রীর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি নিষিদ্ধ স্তরে পড়ে না এমন যে কোন পুরুষের সহিত পুনর্বার আবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবেন।

১৪। **বাতিল এবং বাতিলযোগ্য আবাহজনিত জাত সন্তানের বৈধতা**। কোন আবাহ বন্ধন আদালত কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হইলে বা কোন বাতিলযোগ্য আবাহ বন্ধন আদালত কর্তৃক বিচ্ছেদ ঘোষণা করা হইলে উক্ত বাতিল ঘোষণা বা বিচ্ছেদ ঘোষণার পূর্বে বাতিল আবাহ বন্ধন বা বিচ্ছেদকৃত আবাহ বন্ধনের দম্পতির জাত সন্তান বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত জাত সন্তান কেবল পিতা মাতার সম্পত্তি ভিন্ন পিতৃমাতৃকুলের অন্য কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবে না।

তৃতীয় অধ্যায়
উত্তরাধিকার

১৫। **যোগ্য উত্তরাধিকার**। কোন মৃত বৌদ্ধ মূলধনীর ত্যাজ্য সম্পত্তি, লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে, কেবলমাত্র নিম্নলিখিত বৌদ্ধ উত্তরাধীকারীগণ প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ

(ক) তফসিলে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধীকারীগণ;

(খ) তফসিলে বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধীকারীগণ;

(গ) (ক) ও (খ) **শ্রেণীতে বর্ণিত কোন উত্তরাধীকারী না থাকিলে মূলধনীর সমবংশোদ্ভুত ব্যক্তিগণ** এবং

(ঘ) (ক) (খ) ও (গ) **শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত কোন উত্তরাধীকারী না থাকিলে জ্ঞাতিবর্গ**।

১৬। **উত্তরাধিকারীর অগ্রগণ্যতা।** উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে তফসিলে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে

(ক) প্রথম শ্রেণীতে বর্ণিত উত্তরাধিকারীগণ, অন্যান্য সকল উত্তরাধিকারীগণকে বাদ দিয়ে সমঅধিকারের ভিত্তিতে সমঅংশ লাভ করিবে;

(খ) প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কেউ জীবিত না থাকিলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বর্ণিত উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে

(i) প্রথম ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবে;

(ii) দ্বিতীয় ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী তৃতীয় ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবে;

(iii) তৃতীয় ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী চতুর্থভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবে;

(iv) চতুর্থ ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী পঞ্চম ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবে;

(v) পঞ্চম ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী ষষ্ঠ ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবে;

(vi) ষষ্ঠ ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী সপ্তম ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবে;

(vii) সপ্তম ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী অষ্টম ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবে; এবং

(viii) অষ্টম ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী নবম ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবে।

১৭। **প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সম্পত্তি বিলি বন্টন।** সম্পত্তির বিলিণ্ডবন্টন ব্যবস্থায়, লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেখে, মৃত মূলধনীর সম্পত্তি তফসিলে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ নিম্নবর্ণিত ভাবে লাভ করিবে

(ক) বিধবা, একাধিক হইলে সকলে একত্রে, এক অংশ পাইবে;

(খ) পুত্র, একাধিক হইলে সকলে একত্রে, কন্যা, একাধিক হইলে সকলে একত্রে এবং মাতা প্রত্যেকে এক অংশ করিয়া পাইবে;

(গ) প্রত্যেক পূর্বমৃত পুত্রের এবং কন্যার শাখার উত্তরাধিকারীগণ এক অংশ তাহাদের মাঝে সমভাবে গ্রহণ করিবে; এবং

(ঘ) ক্রমিক (গ) এ বর্ণিত অংশ নিম্নরূপে বণ্টিত হইবে

(i) পূর্বমৃত পুত্রের/পুত্রগণের শাখার উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে তাহার/তাহাদের বিধবা, একাধিক হইলে একত্রে, জীবিত পুত্র, জীবিত কন্যা সমান অংশ পাইবে;

(ii) পূর্বমৃত কন্যার/কন্যাগণের শাখার উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে তাহার/তাহাদের জীবিত পুত্র, জীবিত কন্যা সমান অংশ পাইবে।

১৮। **দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বিলি বন্টন।** সম্পত্তির বিলি বন্টন ব্যবস্থায়, লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেখে, মৃত মূলধনীর সম্পত্তি, তফসিলে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কেহ

বর্তমান না থাকিলে, তফসিলে বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর যে কোন ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সমান অংশে বন্টিত হইবে।

১৯। **সমবংশোদ্ভুত অথবা জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে সম্পত্তি বিলি বন্টন।** সমবংশোদ্ভুত অথবা জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে উত্তরাধিকারের অনুক্রমিক পর্যায় বিন্যাস নিম্নবর্ণিতভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে

(ক) দুইজন উত্তরাধিকারীর মধ্যে যাহার কোন মধ্যবর্তী আরোহন ধাপ নেই তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন।

ব্যাখ্যা ঃ উত্তরাধিকারের দুইজন দাবীদারের মধ্যে

(১) মূলধনীর পুত্রের কন্যার পুত্র, (২) মূলধনীর কন্যার কন্যার কন্যার পুত্র এই দুইয়ের ক্ষেত্রে যেহেতু (২) এর দাবীদার এর মাতামহীর দিক হইতে আরোহন ধাপ (পিতা) আছে অথচ (১) এর দাবীদার সরাসরি আরোহন ধাপের সেহেতু (১) এর দাবীদার অগ্রাধিকার পাইবে;

(খ) যে ক্ষেত্রে দাবীদারের আরোহন ধাপের সংখ্যা সমান সেই ক্ষেত্রে যাহার কোন আরোহন ধাপ নেই তিনিই অগ্রাধিকার পাইবেন; এবং

(গ) যে ক্ষেত্রে কোন উত্তরাধিকারীই অগ্রাধিকারের যোগ্য না হয় সেই ক্ষেত্রে উভয়ে যুগপৎ সম অংশে উত্তরাধিকার লাভ করিবে।

২০। **সমবংশোদ্ভুতের বা জাতির উত্তরাধিকারের সম্পর্কের স্তর গণনা।** সমবংশোদ্ভুতের বা জ্ঞাতির উত্তরাবিধকারের অনুক্রমিক পর্যায় নির্ধারণের লক্ষে সম্পর্কের স্তর মূলধনী হইতে আরোহণ ধাপ বা অবরোহণ ধাপ গণনা করা হইবে। তবে আরোহণ ধাপ বা অবরোহণ ধাপ গণনার ক্ষেত্রে মূলধনী উহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
নারীর উত্তরাধিকার

২১। **নারীর সম্পত্তির অধিকার।** বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী এবং স্থিত যে কোন নারীর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর, উহা যেভাবে অর্জিত হউক না কেন, তাহার পূর্ণ স্বত্ব ও অধিকার বলবৎ থাকিবে।

২২। **নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার।** (১) সম্পত্তির বিলি বন্টন ব্যবস্থায়, লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে, মৃত বৌদ্ধ নারী মূলধনীর ত্যাজ্য সম্পত্তি নিম্নবর্ণিত উত্তরাধিকারীগণ অনুক্রমিক অবস্থা অনুসারে প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ

(ক) পুত্র, কন্যা, পূর্ব মৃত পুত্রের পুত্র, পূর্ব মৃত পুত্রের কন্যা;
(খ) (ক) এ বর্ণিতদের কেউ জীবিত না থাকিলে, স্বামীর উত্তরাধিকারী;
(গ) (ক) ও (খ) এ বর্ণিতদের কেউ জীবিত না থাকিলে, মাতা এবং পিতা;
(ঘ) (ক), (খ) এবং (গ) এ বর্ণিতদের কেউ জীবিত না থাকিলে, পিতার উত্তরাধিকারী;
(ঙ) (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ বর্ণিতদের কেউ জীবিত না থাকিলে, মাতার উত্তরাধিকারী।

(২) কোন বৌদ্ধ নারী যদি তাহার পিতা বা মাতার নিকট হইতে কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হন, সম্পত্তি বিলি বন্টন ব্যবস্থায়, লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে, তাহার মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তি তাহার পুত্র, কন্যা, পূর্ব মৃত পুত্রের পুত্র, পূর্ব মৃত পুত্রের কন্যা, পূর্ব মৃত কনাার পুত্র ও পূর্ব মৃত কন্যার কন্যা জীবিত না থাকিলে, সরাসরি তাহার পিতা ও মাতার উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হইবেন।

(৩) কোন বৌদ্ধ নারী যদি তাহার স্বামী বা তাহার শ্বশুরের নিকট হইতে কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে মালিক হন, সম্পত্তি বিলিবন্টন ব্যবস্থায়, লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে, তাহার মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তি, তাহার পুত্র, কন্যা, পূর্ব মৃত পুত্রের পুত্র, পুর্ব মৃত পুত্রের কন্যা, পূর্ব মৃত কন্যার পুত্র ও পূর্ব মৃত কন্যার কন্যা জীবিত না থাকিলে, সরাসরি তাহার স্বামী বা শ্বশুর উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হইবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
বসতবাটি

২৩। **বসতবাটি সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।** যে ক্ষেত্রে মূলধনীর মৃত্যুকালে তাহার সম্পত্তির মধ্যে বসতবাটি অন্তর্ভূক্ত থাকে এবং তাহার পরিবার পরিজন উক্ত বসতবাটিতে বসবাসরত থাকেন সে ক্ষেত্রে কোন নারী উত্তরাধিকারী, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার উত্তরাধিকারীগণ নিজ নিজ অংশ বন্টনের বিষয়ে পরস্পর সম্মত না হন, উক্ত বসতবাটিতে তাহার অংশ দাবী করিতে পারিবেন না। তবে কোন নারী উত্তরাধিকারী যদি অবিবাহিতা থাকেন বা স্বামী পরিত্যাক্তা হন বা স্বামী হইতে আইনত বিচ্ছিন্ন হন কিংবা বিধবা হইয়া শ্বশুর বাড়ী হইতে বিতাড়িতা কিংবা নিগৃহিতা হন তাহা হইলে তাহার বা তাহারা উক্ত বসতবাটিতে বসবাসের পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
উত্তরাধিকারের অযোগ্যতা

২৪। **উত্তরাধিকার লাভের অযোগ্যতা।** (১) মূলধনীর সঙ্গে পূর্ব মৃত পুত্রের বিধবারূপে, পূর্ব মৃত পুত্রের পুত্রের বিধবারূপে, ভ্রাতার বিধবারূপে সম্পর্কের কারণে উত্তরাধিকারী হলে, উত্তরাধিকার বন্টন শুরুর দিনে যদি উক্ত যে কোন বিধবা পুনঃ আবহ বন্ধন জনিত বৈধব্যমুক্ত হয় তাহা হইলে সে মূলধনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের অযোগ্য গণ্য হইলে।

(২) যদি কোন **উত্তরাধিকারী** মূলধনীকে হত্যা করে অথবা হত্যার কাজে সহযোগিতা করে অথবা হত্যার প্ররোচনা দেয়, অথবা তাহার দেত্তয়া শারীরিক আঘাতজনিত কারণে অথবা তাহার কৃত কার্যের দরুণ মানসিক আঘাতজনিত কারণে মূলধনীর মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে সে মূলধনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের অযোগ্য গণ্য হইবে এবং অনুরূপ কারণে তাহার মাধ্যমে যাহারা পরবর্তীতে উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতায় উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারিত তাহারাও মূলধনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অযোগ্য গণ্য হইবেন।

(৩) মূলধনীর জীবদ্দশায় কিংবা তাহার মৃত্যু মুহুর্তে মূলধনীর, সম্পত্তির বিলিণ্ডবন্টন ব্যবস্থার লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবীদার যে কেহ বৌদ্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলে সে বৌদ্ধ মূলধনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের অযোগ্য গণ্য হইবে এবং তাহার ফলে সেই উত্তরাধিকার লাভের অযোগ্য অধঃস্তন কিংবা বিধবা উক্ত মূল বৌদ্ধ মূলধনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের অযোগ্য গণ্য হইবে।

(৪) কোন বৌদ্ধ সন্তান কার্যতঃ দৃশ্যতঃ তাহার বৌদ্ধ পিতৃ মাতৃ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া পিতামাতার প্রতি সন্তানসুলভ কর্তব্য ও দায়িত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্যত্র স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করতঃ স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করিলে সেই সন্তান তাহার পিতার কিংবা মাতার অথবা পিতা-মাতার সূত্রে সম্পর্কিত সমবংশোদ্ভুত অথবা জ্ঞাতির সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের অযোগ্য গণ্য হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
উইল এবং দানপত্র

২৫। **উইল।** বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসী যে কোন সাবালক সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী ব্যক্তি স্বইচ্ছায় তাহার সম্পত্তি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বরাবরে উইল করিতে পারিবেন। উক্ত উইল

(ক) উইলকারীর মৃত্যুর পরেই উইল কার্যকর হইবে;

(খ) উইলকৃত সম্পত্তি বৈধ বা নিষকন্টক হইতে হইবে;

(গ) লিখিতভাবে সম্পাদিত হইবে;

(ঘ) দলিলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি পরিস্কারভাবে লিখিত থাকিতে হইবে;

(ঙ) উইলকৃত দলিলে দুইজন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে উইলকারীর স্বাক্ষর কিংবা টিপসই থাকিতে হইবে। এই দুই জন স্বাক্ষীও উইলনামায় স্বাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর বা টিপসই প্রদান করিবে;

(চ) উইলকারী মৃত্যুর পূর্বে যেকোন সময় ইচ্ছা করিলে উইল প্রত্যাহার করিতে পারিবেন এমনকি পরিবর্তনও করিতে পারিবেন;

(ছ) অজাত ব্যক্তি অর্থা জন্ম হয় নি এমন কারো উদ্দেশ্যে কোন সম্পত্তি উইল করা যাইবে না;

(জ) সম্পাদিত হওয়ার পর উইল দাতার জীবিত অবস্থায় উইল গ্রহণকারীর মৃত্যু হইলে, উক্ত উইল স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হইবে;

(ঝ) **উইলকারীর** মৃত্যুর পর উইল গ্রহণকারী বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুসারে প্রবেট গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঞ) **উইলকারী** যাহাদের ভরণ পোষণ দিতে আইনতঃ বাধ্য, যেমনঃও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, স্বামী তাহাদের জন্য মোট সম্পত্তির অর্ধেকাংশ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ যেকোন পুরুষ/স্ত্রীলোক বা প্রতিষ্ঠানের নামে উইল করিতে পারিবেন; এবং

(ট) অবিভাজ্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত রেজিষ্ট্রী আইন মোতাবেক নিজ নামে নাম জারী না থাকিলে উক্ত সম্পত্তি উইল করা যাইবে না।

২৬। **দান**। (১) বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি তাহার উত্তরাধিকার সূত্রে এককভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তি কিংবা তাহার স্বোপার্জিত সম্পত্তি অপর কোন বৌদ্ধ ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানে অথবা কোন জনসেবা মূলক প্রতিষ্ঠানে অথবা কোন শিক্ষাগুসংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানে দান করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ দান ক্রিয়া, উক্ত ব্যক্তি মানবিক দৃষ্টিকোণ হইতে এবং আইনগত দিক হইতে ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য এমন বৈধ দাবীদারকে বঞ্চিত করিয়া সম্পাদন করিতে পারিবে না।

(২) দান কার্য সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ১৮৮২ এর ১২৩ ধারার বিধান মোতাবেক সম্পাদন করিতে হইবে।

(৩) দানকৃত সম্পত্তির দখল দাতার জীবদ্দশায় গ্রহীতার বরাবরে সরেজমিন কিংবা প্রতীকী দখল অর্জন করিতে হইবে।

(৪) দানপত্র দলিল সম্পাদনের তারিখে জাগতিকভাবে অস্তিত্ব বিহীন অর্থাৎ অণ্ডজাত কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের বরাবরে সম্পাদন করা যাইবে না।

অষ্টম অধ্যায়
দত্তক গ্রহণ ও ভরণ পোষণ

২৭। **দত্তক গ্রহণ**। (১) বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসী যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সমর্থ, বিবাহিত বা অবিবাহিত যে কোন নর নারী কোন বৌদ্ধ সন্তানকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও দত্তক গ্রহীতা নর নারী যদি আবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী স্ত্রী হন, তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের নিঃ শর্ত সম্মতি ব্যতিরেকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩) দত্তককৃত সন্তান অপ্রাপ্ত বয়স্ক হইলে তাহার স্বাভাবিক পিতা মাতার স্বেচ্ছা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন দত্তক প্রদান করা যাইবে না।

(৪) দত্তক-সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে তাহার সজ্ঞান সম্মতি ব্যতিরেকে দত্তক প্রদান ও গ্রহণ করা যাইবে না।

২৮। **দত্তক গ্রহণে সক্রিয় মানস ক্রিয়া**। দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মানস-ক্রিয়া থাকিতে হইবে, যথাঃ

(ক) উত্তরাধিকার সৃষ্টির লক্ষ্যে;

(খ) স্বাভাবিক পিতা-মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত সন্তানের প্রতি মানবিক মমত্ব বশতঃ এবং

(গ) হতদরিদ্র নিরন্ন সন্তানের প্রতি মানবিক অনুকম্পা বশতঃ।

২৯। **দত্তকদত্ত সন্তান ফেরৎ আনয়ন।** দত্তকদত্ত সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে দত্তক প্রদানকারী স্বাভাবিক পিতামাতা যে কোন সময় দত্তক গ্রহণকারী পিতামাতাকে দত্তকদত্ত সন্তানের প্রতিপালনে ব্যয়িত অর্থাদি পরিশোধ করিয়া দত্তক সন্তানকে ফেরৎ নিতে পারিবে।

৩০। **দত্তক গ্রহণে আনুষ্ঠানিকতা।** দত্তক গ্রহণের পর দত্তক গ্রহীতা

(ক) দত্তক গ্রহণের তারিখ হইতে যথাশীঘ্র সম্ভব সামাজিক কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দত্তক সন্তানের উপস্থিতিতে দত্তক গ্রহণের বিষয় এবং উদ্দেশ্য ঘোষণা করিবেন;

(খ) বৌদ্ধ বিহারের দায়ক-দায়িকাদের কাছে এবং তাহাদের আত্মীয় পরিজনের কাছে তাহা প্রকাশ্যে প্রচার করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দত্তক গ্রহীতা কর্তৃক যদি উপরোক্ত (ক) ও (খ) উপধারার বিধান প্রতিপালন করা সম্ভব না হয় এবং যদি দত্তক গৃহীত সন্তান তাহাদের নিকট নিরবিচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে বার বছর সন্তানরূপে পালিত হয় তাহা হইলে দত্তক গৃহীত সন্তান তর্কাতীতভাবে তাহার ন্যায্য অধিকার প্রাপ্য হইবে।

৩১। **দত্তক গৃহীত সন্তানের উত্তরাধিকার।** (১) দত্তক গ্রহীতা যদি উত্তরাধীকার সৃষ্টির লক্ষ্যে দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে দত্তক **গৃহীত** সন্তান দত্তক গ্রহীতার **স্বাভাবিক সন্তানের** ন্যায় উত্তরাধিকার লাভ করিবে।

(২) যদি দত্তক গ্রহীতার কোন স্বাভাবিক সন্তান না থাকে বা উত্তরাধিকার সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত দত্তক সন্তানও বর্তমান না থাকে এবং তিনি যদি মানবিক মমত্ব বশতঃ দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত দত্তক **গৃহীত** সন্তান দত্তক গ্রহীতার ত্যাজ্যবিত্তের অর্ধাংশের উত্তরাধিকারী হইবেন এবং অবশিষ্ট অর্ধাংশ উত্তরাধিকার আইনের বিধান অনুসারে অনুক্রমিক পর্যায়ক্রমে উত্তরাধিকারীগণ লাভ করিবেন।

(৩) যদি দত্তক গ্রহীতার কোন স্বাভাবিক সন্তান, উত্তরাধিকার সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত দত্তক সন্তান এবং উত্তরাধিকার লাভের যোগ্য অন্য কোন উত্তরাধিকারী বর্তমান না থাকে এবং তিনি যদি হতদরিদ্র নিরন্ন সন্তানের প্রতি মানবিক অনুকম্পা বশতঃ দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত দত্তক **গৃহীত** সন্তান দত্তক গ্রহীতার ত্যাজ্যবিত্তের সম্পূর্ণ অংশের উত্তরাধিকারী হইবেন।

৩২। **ভরণ পোষণ।** কোন বৌদ্ধের স্ত্রী আমৃত্যু স্বামীর নিকট হইতে পূর্ণ ভরণ পোষণ পাইবার অধিকারী হইবেন। তবে তিনি যদি

(ক) বৌদ্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন; বা

(খ) দুশ্চরিত্র বা কলহপ্রিয় হন; বা

(গ) কুল ত্যাগিনী হন

তাহা হইলে স্বামী কর্তৃক ভরণওপোষণ পাইবার অধিকারী হইবেন না।

৩৩। **স্ত্রীর স্বতন্ত্রভাবে বসবাস ও ভরণ পোষণ।** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বতন্ত্রভাবে বসবাসের এবং স্বামী কর্তৃক পূর্ণ ভরণ পোষণের অধিকারী হইবেন, যথাঃ

(ক) যদি স্বামী কোন অনিবার্য ও যৌক্তিক কারণ ছাড়া স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে অথবা স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সস্থান ত্যাগ করিবার দোষে দুষ্ট হয় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকে উপেক্ষা করিয়া অথবা স্ত্রীকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখিয়া ভিন্ন স্থানে বসবাস করে;

(খ) স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণে যদি স্ত্রীর মনে এমন ভীতির সঞ্চার হইবার সংগত কারণের উদ্ভব হয় যে স্বামীর সংগে একত্রে বসবাস করা তাহার জীবনের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর কিংবা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হইবে;

(গ) স্বামী যদি পঁচনশীল কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়;

(ঘ) যদি স্বামীর আর এক বা একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকা প্রকাশ পায়;

(ঙ) স্বামী যদি স্ত্রীর সহিত বসবাসরত গৃহে রক্ষিতা লইয়া আসে অথবা সে যদি অভ্যাসগতভাবে রক্ষিতার বাসস্থানে কালাতিপাত করে;

(চ) উপরোক্ত কারণাদির যে কোন একটি ছাড়াও স্ত্রীর পক্ষে যদি যুক্তি সংগত অন্য কোন অনিবার্য কারণ থাকে।

৩৪। **বৌদ্ধ বিধবার ভরণপোষণ।** কোন বৌদ্ধ বিধবা তাহার মৃত স্বামীর পিতা মাতার নিকট হইতে ভরণওপোষণ পাইবার অধিকারী হইবেন, যদি

(ক) তাহার স্বোপার্জিত অর্থে অথবা তাহার অন্য কোন সম্পত্তির আয় হইতে জীবন যাপনে অক্ষম হন; অথবা

(খ) তাহার মৃত স্বামীর ভূণ্ডসম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ লাভে সমর্থ না হন; অথবা

(গ) নিজ পিতা মাতার ভূসম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ লাভে সমর্থ না হন; অথবা

(ঘ) সন্তানের উপার্জিত অর্থ হইতে ভরণপোষণ সম্ভব না হয়; অথবা

(ঙ) তিনি পুনরায় আবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিধবার মৃত স্বামীর পিতা মাতার যদি তাহাকে ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ না থাকে সেইক্ষেত্রে মৃত স্বামীর পিতামাতা উক্তরূপ ভরণপোষণ বহনে বাধ্য থাকিবেন না ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, বিধবা যদি পুনরায় আবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তাহা হইলে তিনি তাহার মৃত স্বামীর ঔরষজাত সন্তানের নিকট হইতেও ভরণপোষণ লাভে সমর্থ হইবেন না।

৩৫। **পিতামাতার ভরণ পোষণ।** একজন বৌদ্ধ তাহার বৃদ্ধ, অক্ষম ও আয়ের উৎসহীন পিতা মাতাকে আমৃত্যু ভরণ পোষণ প্রদান করিবেন।

৩৬। **সন্তানের ভরণ পোষণ।** (১) কোন বৌদ্ধ পিতা-মাতা তাহার বৈধ বা অবৈধ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের ভরণ পোষণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানসত্বেও কোন কন্যা সন্তান বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এবং কোন সন্তান উপার্জন সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত পিতা মাতার নিকট হইতে ভরণ পোষণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩৭। **নির্ভরশীল এর ভরণ-পোষণ।** (১) **(ধারা ৪৩ ও ৪৪ এর বিধান সত্বেও)** মূলধনীর ত্যাজ্যবিত্তের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপণ্ডসত্ব হইতে তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ ভরণ-পোষণ পাইবার অধিকারী হইবেন, যদি কোন নির্ভরশীল মূলধনীর ত্যাজ্যবিত্তের কোন অংশ লাভ না করেন।

(২) নির্ভরশীলগণ মূলধনীর ত্যাজ্যবিত্তের উত্তরাধিকারীদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত অংশের আনুপাতিক হারে প্রাপ্য হইবেন।

৩৮। **ভরণ পোষণ নির্ধারণ।** (১) এই আইনের দেয় ভরণ পোষণের বিষয় কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে আদালত উহা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(২) বিধবা, সন্তান এবং বৃদ্ধ কিংবা অক্ষম পিতা মাতাকে দেয় ভরণ পোষণের পরিমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালত নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনিবেন

(ক) প্রার্থীর অবস্থান ও সামাজিক পদ মর্যাদা;

(খ) প্রার্থীর দাবীর যৌক্তিকতা;

(গ) প্রার্থী পৃথকভাবে বসবাস করিলে উহা করার যৌক্তিকতা;

(ঘ) প্রার্থীর নিজস্ব সম্পদ ও তদ্‌লব্ধ আয়;

(ঙ) প্রার্থী একাধিক হইলে, তাহার সংখ্যা এবং যোগ্যতার আনুপাতিক হার।

(৩) উপধারা (২) এ বর্ণিত নির্ভরশীল ব্যতীত অন্যান্য নির্ভরশীলদের ভরণপোষণের পরিমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালত নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনিবেন

(ক) যদি স্বামী কোন অনিবার্য ও যৌক্তিক কারণ ছাড়া স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে অথবা স্ত্রীর ইচ্ছার

বিরুদ্ধে স্বস্থান ত্যাগ করিবার দোষে দুষ্ট হয় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকে উপক্ষো করিয়া অথবা স্ত্রীকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখিয়া ভিন্ন স্থানে বসবাস করে;

(খ) স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণে যদি স্ত্রীর মনে এমন ভীতির সঞ্চার হওয়ার সংগত কারণের উদ্ভব হয় যে স্বামীর সংগে একত্রে বসবাস করা তাহার জীবনের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর কিংবা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হবে;

(গ) স্বামী যদি পচনশীল কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়;

(ঘ) যদি স্বামীর আর এক বা একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকা প্রকাশ পায়;

(ঙ) স্বামী যদি স্ত্রীর সংগে বাসবাসরত গৃহে রক্ষিতা নিয়ে আসে অথবা তিনি যদি অভ্যাসগতভাবে রক্ষিতার বাসস্থানে কালাতিপাত করেন;

(চ) উপরোক্ত কারণাদির যে কোন একটি ছাড়াও স্ত্রীর পক্ষে যদি যুক্তিসংগত অন্য কোন অনিবার্য কারণ থাকে।

(ছ) কিন্তু স্ত্রী যদি দুশ্চরিত্রা অথবা কলহপ্রিয়া হয় অথবা স্বামীর এবং তাহার বংশের মান-মর্যাদা হানিকর কাজ করেন অথবা কূলত্যাগিনী হন অথবা বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করেন ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সে স্ত্রী কোনমতেই কোন অবস্থাতেই স্বামী কর্তৃক ভরণ-পোষণের অধিকারী হইবেন না।

৩৯। **বৌদ্ধ ব্যতীত অন্য কাহারো ভরণ পোষণ।** এ অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, আচার-আচরণ-অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুশীলন দ্বারা দৃশ্যতঃ বৌদ্ধধর্ম পালন করেন না এমন কোন কেউ বৌদ্ধ মূলধনীর নিকট হইতে অথবা তাহার অবর্তমানে তাহার ত্যাজ্যবিত্ত হইতে কোনরূপ ভরণ-পোষণের অধিকারী হইবেন না।

৪০। **ভরণ পোষণ যোগ্য দাবীদার।** ভরণ-পোষণের যোগ্য দাবীদার 'নির্ভরশীল' যে সম্পদ হইতে ভরণ-পোষণের অধিকার রাখে সে সম্পদ অথবা উহার অংশ বিশেষ যদি হস্তান্তরিত হয় এবং অনুরূপ হস্তান্তর গ্রহীতা যদি উক্ত সম্পদ হইতে 'নির্ভরশীলের' ভরণ-পোষণের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে কিংবা জ্ঞাত থাকার সংগত কারণ থাকে অথবা অনুরূপ হস্তান্তর যদি পণ শূন্য হয় তাহলে নির্ভরশীলের ভরণ-পোষণের অধিকার উক্ত হস্তান্তর গ্রহীতার উপরও প্রয়োগ করা যাবে; কিন্তু উক্তরূপ হস্তান্তর যদি উপযুক্ত পণের বিনিময়ে হয় এবং হস্তান্তর গ্রহীতা যদি 'নির্ভরশীলের' উক্তরূপ ভরণ-পোষণের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে কিংবা জ্ঞাত থাকার কোন সংগত কারণ না থাকে তাহলে উক্তরূপ হস্তান্তর গ্রহীতার উপর কোন 'নির্ভরশীল' কোন ভরণ পোষণের 'ফপর্যুক্ত' অধিকার পাবে না।

নবম অধ্যায়
অপ্রাপ্ত বয়স্কতা ও অভিভাবকত্ব

৪১। **অভিভাবক।** (১) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বৌদ্ধ সন্তানের অভিভাবক হইবে,

(ক) পুত্রের বা অবিবাহিতা কন্যার ক্ষেত্রে পিতা, পিতার অবর্তমানে মাতা। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের বয়স যদি পাঁচ বছর পূর্ণ না হয় সেইক্ষেত্রে উক্ত সন্তানের অভিভাবকত্ব মাতার উপর বর্তাইবে;

(খ) অবৈধ পুত্র ও কন্যার ক্ষেত্রে মাতা, মাতার অবর্তমানে পিতা;

(গ) বিবাহিতা কন্যার ক্ষেত্রে তাহার স্বামী।

(২) কোন ব্যক্তি

(ক) বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী না হইলে; বা

(খ) বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করিলে; বা

(গ) অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলে; বা

(ঘ) সংসার ধর্ম ত্যাগ করিলে

অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন বৌদ্ধ সন্তানের অভিভাবক হইবার/থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

৪২। **দত্তক সন্তানের অভিভাবক।** কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বৌদ্ধ দত্তক সন্তানের অভিভাবক হইবেন পিতা, পিতার অবর্তমানে মাতা।

৪৩। **অপ্রাপ্ত বয়স্ক বৌদ্ধ সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবকের দায়িত্ব।** (১) অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন বৌদ্ধ সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক ঐ সন্তানের অপরিহার্য প্রয়োজনে কিংবা অন্যবিধ উপকারার্থে ভূ-সম্পত্তির উদ্ধার, রক্ষণ অথবা অন্যবিধ কল্যাণার্থে সর্বপ্রকার কর্ম সম্পাদন করিতে পারিবেন, তবে,

(ক) উক্ত অভিভাবকের ব্যক্তিগত কোন দলিল কিংবা চুক্তিপত্র দ্বারা উক্ত সন্তানকে কিংবা তাহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিকে দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন না;

(খ) উপযুক্ত আদালতের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে উক্ত অভিভাবক তাহার রক্ষণাধীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের স্থাবর সম্পত্তি কিংবা উহার অংশ বিশেষ বন্ধক দিতে অথবা গচ্ছিত রাখিতে অথবা দান, বিক্রয়, বিনিময় অথবা অন্য কোন দলিল সম্পাদন দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(২) কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বৌদ্ধ সন্তানের স্বভাবিক অভিভাবক তাহার রক্ষণাধীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের অস্থাবর সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ কোন প্রকারে দায়বদ্ধ কিংবা হস্তান্তর করিলে উক্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হইবার পর অথবা তাহার সূত্রে প্রাপ্ত অপর কোন ব্যক্তি উপযুক্ত আদালতে তাহার অনুরূপ সম্পত্তি সম্পর্কে উপরোক্তরূপ দায়বদ্ধকরণ কিংবা হস্তান্তর করনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে আদালত তাহা যথাযোগ্য বিবেচনান্তে উক্তরূপ দায়বদ্ধকরণ কিংবা হস্তান্তরকরণ ক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করিবেন।

(৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের অপরিহার্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কিংবা প্রত্যক্ষ উপকারের জন্য ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কারণে আদালত অভিভাবককে উক্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে কোন কর্ম সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করিবেন না।

(৪) উপধারা (১) এর (খ) এর আলোকে অভিভাবক কর্তৃক আদালতের অনুমতি প্রাপ্তির আবেদন এবং তদ্‌সংক্রান্ত সর্ব বিষয় "Guardian and Wards Act, 1890 (Act No. 8 of 1890)" এর বিধানাবলী এমনভাবে কার্যকর হইবে যেন উক্ত আবেদন উক্ত Act এর ২৯ ধারা অনুসারে দায়ের করা হইয়াছে, এবং বিশেষ করে,ণ্ড

(ক) অনুরূপ আবেদনের প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম উক্ত Act এর ৪ (ক) ধারা অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(খ) আদালত উক্ত Act এর ৩১ ধারার (২), (৩) এবং (৪) উপণ্ডধারার বিধিসমূহ অবশ্যই অনুসরণ করিবেন, যাহা করিবার ক্ষমতা আদালত সংরক্ষণ করেন;

(গ) উপরোক্ত (১) উপণ্ডধারার বিধান অনুসারে অভিভাবক কর্তৃক দায়েরকৃত অনুমতি প্রার্থনার আবেদন আদালত অগ্রাহ্য করিলে, সংক্ষুব্ধ অভিভাবক উচ্চতর আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়

তফসিলসমূহ

তফসিল ১

প্রথম শ্রেণীর উত্তারাধিকারীগণ ঃ
সন্তান, বিধবা, স্বামী, মাতা, পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র, পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা, পূর্বমৃত কন্যার পুত্র, পূর্বমৃত কন্যার কন্যা, পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা, পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র, পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা, পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ ঃ
(১) পিতা;
(২) (ক) পুত্রের কন্যার পুত্র, (খ) পুত্রের কন্যার কন্যা, (গ) ভ্রাতা, (ঘ) ভগ্নী
(৩) (ক) কন্যার পুত্রের পুত্র, (খ) কন্যার পুত্রের কন্যা, (গ) কন্যার কন্যার পুত্র, (ঘ) কন্যার কন্যার কন্যা
(৪) (ক) ভ্রাতার পুত্র, (খ) ভগ্নীর পুত্র, (গ) ভ্রাতার কন্যা, (ঘ) ভগ্নীর কন্যা
(৫) পিতার পিতা, পিতার মাতা
(৬) পিতার বিধবা, ভ্রাতার বিধবা
(৭) পিতার ভ্রাতা, পিতার ভগ্নী
(৮) মাতার পিতা, মাতার মাতা
(৯) মাতার ভ্রাতা, মাতার ভগ্নী
ব্যাখ্যা ঃ তফসিল বর্ণিত ভ্রাতা ও ভগ্নী বলতে বৈপিত্রেয় রক্ত সম্পর্কের ভ্রাতা ভগ্নীকে বোঝায়না।

ধারা - ১৭ ঃ উত্তরাধিকারের অনুক্রমিক বিন্যাস ঃ
১ - দফা (ক) ঃ তফসীলভুক্ত প্রথম শ্রেণী
প্রথমত ঃ সম্পত্তির বিলি-বন্টন ব্যবস্থার লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে মৃত মূলধনীর ত্যাজ্যবিত্তের উত্তরাধিকারীগণ ঃ
সন্তান
বিধবা
স্বামী
মাতা
পূর্ব মৃত পুত্রের পুত্র
পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা
পূবমৃত কন্যার পুত্র
পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা
পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র
পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা
পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা
এরা সকলে তফসীলভুক্ত প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীরূপে (১৮ ধারার বিধান মতে ১৯ ধারার চার উপবিধি অনুসারে) অপরাপর সকল উত্তরাধিকারীর চেয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যুগপৎ উত্তরাধিকার লাভ করবে।

ব্যাখ্যা ঃ

(ক) সন্তান ঃ সন্তান বলতে আবাহবন্ধন জনিত স্বাভাবিকভাবে জাত পুত্র বা কন্যা এবং সর্বসাধারণের জ্ঞাতসারে দত্তকরূপে গৃহীত পুত্র বা কন্যাকেও বোঝাবে। উল্লেখ্য দত্তক গৃহীত সন্তান তার স্বাভাবিক পূর্বপুরুষের পরিবারের উপর সর্বপ্রকার অধিকার এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে বহিস্কৃত হবে।

(খ) মরণোত্তর সন্তান ঃ পিতার জীবদ্দশায় মাতৃগর্ভে জন্মলাভী এবং পিতার মৃত্যুর পর ভূমিষ্ট পুত্র বা কন্যাও স্বাভাবিক নিয়মে পিতৃ সম্পদের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে সন্তানরূপে গণ্য হবে।

(গ) অবৈধ সন্তান ঃ অবৈধ সন্তান বলতে সেই সন্তানকেই বোঝাবে যে সন্তান তার পিতার/মাতার আবাহ বন্ধনে আইন সম্মতভাবে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তাদের দেহ-মিলনের ফলে জন্ম লাভ করে। পিতৃপুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের প্রশ্নে অবৈধ সন্তান উত্তরাধিকারী সন্তান বলে গণ্য হবে।

(ঘ) বৈপিত্রেয় সন্তান ঃ বৈপিত্রেয় সন্তান অর্থাৎ স্ত্রীর পূর্ব আবাহবন্ধন জনিত পূর্ব স্বামীর ঔরষে জাত সন্তান বৈপিত্রেয় পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারের যোগ্য বলে গণ্য হবে না।

যদি কোন বিধবা কিংবা কুমারী কন্যা কোন সন্তানকে সর্বসাধারণের জ্ঞাতসারে দত্তক রূপে গ্রহণ করে এবং তৎপর কোন পুরুষের সংগে আবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত পুরুষ তার স্ত্রীর আবাহবন্ধনের পূর্বে দত্তকরূপে গৃহীত সন্তানের বি-পিতারূপে গণ্য হবে এবং উক্ত দত্তকরূপে গৃহীত সন্তান কেবলমাত্র তার প্রতিপালিকা মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে, বি-পিতার সম্পত্তির কোনরূপ উত্তরাধিকার লাভের অযোগ্য হবে।

(ঙ) শারীরিক অথবা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী কিংবা বিকলাঙ্গ কিংবা অপরিণত মনোবৃত্তি সম্পন্ন সন্তান ঃ পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের প্রশ্নে স্বাভাবিক অর্থে সন্তান বলে গণ্য হবে এবং পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের যোগ্য হবে।

২-দফা (খ) ঃ তফসিলভূক্ত দ্বিতীয় শ্রেণী

দ্বিতীয়ত ঃ সম্পত্তির বিলি-বন্টন ব্যবস্থার লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে মৃত মূলধনীর ত্যাজ্য বিত্ত প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণের অবর্তমানে তফসিলে তালিকাভূক্তির ক্রমানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ প্রথম ভাগে তালিকাভূক্ত উত্তরাধিকারী লাভ করবে, তার অবর্তমানে দ্বিতীয়ভাগে তালিকাভূক্ত উত্তরাধিকারীগণ যুগপৎ সমান অংশে লাভ করবে, এভাবে পর্যায়ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম ভাগে তালিকাভূক্ত উত্তরাধিকারীগণ লাভ করবে।

৩ দফা (গ) ঃ সমবংশোদ্ভূত শ্রেণী

সম্পত্তির বিলি-বন্টন ব্যবস্থার লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে মৃত মূলধনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের পূর্ববর্ণিত অনুক্রমিক বিন্যাসের প্রথম শ্রেণীভূক্ত ও দ্বিতীয় শ্রেণীভূক্ত উত্তরাধিকারী গণের অবর্তমানে উক্ত সম্পত্তি নিম্নে বর্ণিত বিধি অনুসারে বিলি ব্যবস্থা করা হবে–

(১) উত্তর পুরুষ কিংবা নারী উভয়ে যদি মুলধনীর সংগে রক্তের সম্পর্কের সূত্রে কিংবা দত্তক গৃহীত সূত্রে বৈধ সম্পর্কযুক্ত হয় এবং এ সম্পর্ক যদি সম্পূর্ণ রূপে পুরুষ রক্ত ধারার দিক থেকে হয় তবে তারা পরস্পর সম বংশোদ্ভূত বলে গণ্য হবে। সুতরাং পিতার ভ্রাতার পুত্র কিংবা কন্যা সমবংশোদ্ভূত। কিন্তু পিতার ভগ্নীর পুত্র এবং কন্যা সমবংশোদ্ভূত গণ্য হবেনা, কেননা তারা সম্পূর্ণরূপে মূলধনীর সংগে পুরুষ রক্তধারার দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত নয়; তাই তারা মূলধনীর 'জ্ঞাতি' পর্যায়ভুক্ত।

সমবংশোদ্ভূত পদটির সংজ্ঞানুসারে মূলধনীর একই বংশোদ্ভূত অধঃস্থন পুরুষের বিধবা অথবা মূলধনীর একই বংশোদ্ভূত উর্দ্ধতন পুরুষের অধঃস্তন পুরুষের বিধবা ও সমবংশোদ্ভূত রূপে গণ্য নয়। তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ৩-দফা (গ) তে যা'ই থাকুক না কেন, যে নারী উত্তরাধিকারীগণ তফসিলের প্রথম শ্রেণীতে ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বর্ণিত মতে উত্তরাধিকারের যোগ্য তাদের সত্ত্বাধিকারের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটবেনা, যদিও তারা মূলধনীর সংগে রক্তধারার দিক থেকে সম্পর্কিত নয়।

৪-দফা (ঘ) ঃ জ্ঞাতিবর্গ

যারা মূলধনীর সংগে এক বা একাধিক নারীর দিক থেকে আত্মীয় সম্পর্কযুক্ত তাদের ক্ষেত্রে ৪ - দফা (ঘ) প্রযুক্ত হবে।

তফসিল ২

ছক (১)

বৌদ্ধ আবাহবন্ধন প্রমাণ পত্র

ক্রমিক নং:

তারিখ:

বরের পাসপোর্ট আকারের ছবি

কনের পাসপোর্ট আকারের ছবি

১। আবাহবন্ধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার স্থান (নাম সহ)
ঠিকানা ঃ
গ্রাম/এলাকা
থানা
জেলা
দেশ

২। আবাহবন্ধন অনুষ্ঠানের তারিখ

৩। (ক) বরের পূর্ণ নাম (ডাক নাম সহ)
বয়স (জন্ম তারিখ)
ঠিকানা ঃ
গ্রাম/এলাকা
ডাকঘর
থানা
জেলা
দেশ
(খ) বরের পিতার নাম
বরের মাতার নাম

৪। (ক) কনের পূর্ণ নাম (ডাক নাম সহ)
বয়স (জন্ম তারিখ)
ঠিকানা ঃ
গ্রাম/এলাকা
ডাকঘর
থানা
জেলা
দেশ
(খ) কনের পিতার নাম
কনের মাতার নাম

৫। বরের পিতৃকূলের বিহারের নাম
ঠিকানা ঃ

গ্রাম/এলাকা
ডাকঘর
থানা
জেলা
দেশ

৬। কনের পিতৃকূলের বিহারের নাম
ঠিকানা ঃ
গ্রাম/এলাকা
ডাকঘর
থানা
জেলা
দেশ

৭। আবাহবন্ধনে বর-কনের প্রতি 'মঙ্গল সূত্র' দেশক ভিক্ষুর নাম
বিহারের নাম
ঠিকানা ঃ
গ্রাম/এলাকা
ডাকঘর
থানা
জেলা
দেশ

৮। আবাহবন্ধন-মন্ত্র দাতা গৃহীর নাম
ঠিকানা ঃ
গ্রাম/এলাকা
ডাকঘর
থানা
জেলা
দেশ

বরের স্বাক্ষর বরের পিতার/মাতার স্বাক্ষর মঙ্গলসূত্র দেশক ভিক্ষুর স্বাক্ষর
(অবর্তমানে অভিভাবক এর স্বাক্ষর)
বর পক্ষের গণ্য-মান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর
১। .....
২। .....

কনের স্বাক্ষর কনের পিতার/মাতার স্বাক্ষর আবাহবন্ধনমন্ত্র দাতা গৃহীর স্বাক্ষর
(অবর্তমানে অভিভাবক এর স্বাক্ষর)
কনে পক্ষের গণ্য-মান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর
১। .....
২। .....

* দ্রষ্টব্য : যেহেতু ধারা ৭ এর উপধারা ৭.১ মতে প্রতিটি আবাহবন্ধন প্রমাণ পত্র চার কপি সম্বলিত সেহেতু প্রতি চার কপি একই ক্রমিক নম্বরের হবে।

ছক (২)

বৌদ্ধ আবাহবন্ধন নিবন্ধন পুস্তক

নিবন্ধনকারী বিহারের নাম
ঠিকানা ঃ
গ্রাম/এলাকা
ডাকঘর
থানা
জেলা
দেশ
বিহারের বিহারাধ্যক্ষের নাম

১। বরের নাম
ঠিকানা ঃ

২। কনের নাম
ঠিকানা ঃ

৩। বরের পিতার নাম
মাতার নাম
৪। কনের পিতার নাম
মাতার নাম
৫। মঙ্গলসূত্র দেশক ভিক্ষুর নাম
ঠিকানা ঃ

৬। আবাহবন্ধন মন্ত্র দাতা গৃহীর নাম
ঠিকানা ঃ

৭। আবাহবন্ধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার তারিখ
স্থান (ঠিকানাসহ) ঃ

<u>উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি</u>

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী